

মুখজনে দাও জ্ঞান

স্বাভী আহমেদ

smafamily@msn.com

চারিদিকে ধর্ম নিয়ে কত যে কথা! বিশেষত ইসলাম নিয়ে। বেশ কিছু পত্রিকা খুলে মনে হয় এদের লেখকদের দায়িত্ব হচ্ছে পাঠকদের জানানো যে ইসলাম ধর্ম ভুয়া, আর কোরান হচ্ছে মুহাম্মাদের সাজ পাঙ্গদের নিয়ে লেখা এবং সঙ্কলিত এক বই। কি ভয়াবহ! সবচেয়ে নিম্নশ্রেণীর দোজখ যেন কোনটি, হাবিয়া নাকি? তো এই লেখকদের তো ওটাতেও জায়গা হবে না। এরা ইসলাম ধর্ম নিয়ে কুকথাতো শুধু ভাবেইনি, তা আবার প্রকাশ করার মত ধৃষ্টতাও দেখিয়েছে। এরাই বোধকরি পৃথিবী ধংসের কারণ হবে। এদের জন্য বলি হব আমরা যারা সাধারণ গরু গাধা শ্রেণীর মানুষ। আল্লাহ কি ক্ষমা করবেন আমাদের? এদের পাপে যখন আল্লাহর আদেশে ইস্রাফিল শিংগায় ফুঁ দেবে, আর পৃথিবী ধংস শুরু হবে, আমরা কি তখন একটুও পার পাব? না। এটা ভেবে আমার তো এখনই কলজে শুকিয়ে ধাতব হয়ে গেল। এই যে আঙ্গুল দিয়ে টোকা দিলে দিব্যি শব্দ হচ্ছে ঢং, ঢং করে! ভাবলাম, নিজের জ্ঞান বাড়ানোর সাথে সাথে একটু শেষ চেষ্টা করা যাক পৃথিবী রক্ষার। এই ইসলাম বিরোধী নাস্তিক দলকে যদি পথে আনা যায় তবে শুধু পৃথিবীকে ধংসের হাত থেকে বাঁচানই হবে না, নিজের পুণ্যের খাতাটি বেশ ভারী হবে। উচ্চতম না হোক, কোন তম বেহেশত নির্ঘাত জুটে যাবে কপালে।

প্রথমত, ইসলাম নিয়ে এত লেখা কেন, আর কি কোন ধর্ম নেই ধরাধামে? কারণটি কি এই যে, এরশাদ কিছু করলে এক বাংলাদেশ বা পাশ্চাত্য কিছু দেশ জানে বা মাথা ঘামায়, আর ক্লিন্টন কিছু করলে পুরো পৃথিবী তা নিয়ে হাজারও কথা বলে, তেমনি? নাকি বিন লাদেন যে ধর্মের নাম নিয়ে এত নিরীহ মানুষ মারল তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এই এত শোরগোল?

দ্বিতীয়ত, কাদের জন্য এই লেখা? লেখকরা কি নিজেদের মনের ভাবনাগুলো ছাপার অক্ষরে দেখে মাথার অজস্র জট ছাড়াতে সুবিধে বোধ করেন? নাকি এগুলো লেখা হয় অন্যদের বোঝাবার জন্য যে সত্য কি, বা কোনটি সত্য? বোঝান তাদেরই যায় যারা কনট্রোভার্সিয়াল ব্যাপারগুলোর মাঝখানের দড়ির খুব কাছাকাছি অবস্থান করে। এরা বোধ করি তেমন মাথা ঘামায় না কোন ব্যাপার নিয়ে এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে কারও জীবনে এতটুকু প্রভাবের চেষ্টা করে না। ঝটপট এদের মটিভেট করা যায়। ঝামেলা যত দড়িটির দুই প্রান্তের মানুষদের নিয়ে। এরা চায় তাদের ধর্ম না মানলে অপরের জীবন নেবার, আর ওরা চায় ধর্ম না মানার ছবক অন্যদের দিতে। আর তা করতে হলে, ধর্মটি যে কত মিথ্যে তা প্রমাণ করতে হবে বিভিন্ন যুক্তি তর্কের মাধ্যমে। সাথে ধর্ম গ্রন্থের আর অন্যান্য বিখ্যাত ব্যক্তিদের কোটেশন হলে তো কথাই নেই।

আমি জিজ্ঞাস্য, ‘কেন?’

এখনি কোটেশন ওয়ালারা বলে বসবেন ‘তুই কে রে?’

আমি আমিই। আপাতত আমি কে সে চিন্তা না করে পড়ে যান তো বাপু। তো আমার প্রশ্ন ছিল, ‘কেন?’ কেন এসব লেখা? মহা বিশ্বাসী আর একেবারে অবিশ্বাসীদের যে দন্ধ, তাতে করে মধ্যাবলম্বীদের যে কি যন্ত্রণা তা কে দেখছে? এবার আমার চিন্তাধারাটি কি তা বলা যাক।

আমি বড় হয়েছি মধ্যাবলম্বীদের ঘরে। যেখানে ধর্ম নিয়ে কেউ কথা বলেনি কখনও। যার ইচ্ছে সে ধর্ম করেছে, যার ইচ্ছে না সে করেনি। কেউ কারও ব্যাপারে নাক গলায়নি। শুধু কেউ বাড়াবাড়ি পর্যায়ের কিছু করলে, বাকীরা শোভনীয়তার মধ্যে সম্ভব হলে কিছু বলেছে আর না হলে আড়ালে আলাপ করেছে তার সম্ভাব্য মস্তিষ্ক বিকৃতি নিয়ে। এই হল আমার ধর্ম জ্ঞান। কি বল্লেন, এই জ্ঞান নিয়ে আমার আর কথা না এগুনোই উচিত? ইশ, এই জ্ঞান নিয়ে আমি আপনাদের কঠিন কঠিন লেখা হজম করার জন্য এন্টাসিড, মেলক্স, টামস, আর পেপটো বিসমল গুলে খেলাম, আর আপনারা একটু ভদ্রতা বজায় রেখে আর একটু এগুতে পারছেন না? পড়ুন।

তা আমার ধর্মজ্ঞান হল হঠাৎ করেই। যেকোন ঘটনা বশত আমার ধর্ম প্রীতি জন্মাল। আমি আবার যা করি মোটামুটি তার গভীরে যাবার প্রচেষ্টা করি। ধর্মের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। একটি একটি করে আমি পুরো নিয়ম পালন করার চেষ্টা করলাম। সব নিয়ম কানুন, যেমন পাট ওয়াক্ত নামাজের সাথে আর যত ধরনের নামাজ সম্ভব তাও করলাম। অবশ্য পালনীয় তিরিশ রোজার সাথে আরও যত একস্ট্রা ক্রেডিট রোজা আছে তাও করলাম। এই সাথে পড়তে লাগলাম কোরান, তর্জমা, হাদীস এবং যাবতীয় বই যা বেশিরভাগ আলেমদের দ্বারা অনুমোদিত। হালাকা বা আসরে বসতে লাগলাম ধর্মজ্ঞানী মহিলাদের সাথে। বলার মত জ্ঞান আমার ছিল না, ছিল জানার প্রবল আগ্রহ।

যত জানতে লাগলাম তত প্রশ্ন জাগতে লাগল মনে। যেমন প্রথম প্রশ্ন ছিল, মুহাম্মদ কেন বহু বিবাহ করলেন। কারও উত্তর আমার মনঃপুত হল না। অবশেষে ক্যারেন আর্মস্ট্রং-এর ইসলাম বইটি পড়ে আমি বুঝলাম তাঁর বহু বিবাহের কারণ। রাজনৈতিক। তখন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য যত গোত্র বাড়ান যেত ততই টিকে থাকার সম্ভবনা বাড়ত। নইলে আচমকা টেসে যাবার সমুহ সম্ভবনা ছিল। আর গোত্র বাড়লে ধর্ম বিস্তারও সহজ হত। আসলেই কি ক্যারেন এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার বইতে তা আর আজ মনে নেই, বইটি আবার পড়ার এখন সময়ও নেই, তবে এমনতর কিছুই লিখেছিলেন। হয়ত আমার একটি জোরাল যুক্তি খোঁজার প্রয়াস ছিল অবচেতন ভাবে।

তারপর প্রশ্ন এল, তা এই বহু বিবাহের নিয়মটি কেন সেই সময়ের জন্য সীমিত করা হল না, কেন end of the day অবদি বহাল করা হল? না, অনেক ‘যদি’ রয়েছে

বিবাহের পূর্বে। এমন না যে মন চাইল আর চারটি বিয়ে করে ফেলল একজন পুরুষ। সেসব ‘যদি’ মেনেই তো বহু পুরুষ একটি বৌকে তালাক দেয় আর বিয়ে করে আর একটি। সেই ক্ষেত্রে বৌ চারটির বেশী হয় না একসাথে কখনও। তালাক দেয়া বৌয়ের তালাক পাকা হবার আগেই আরেকটিকে তালাক দিয়ে পূর্বজনকে ফিরিয়ে আনা হয়। তা অনেকে এসব করে বলে তো আর ধর্মকে দোষ দেয়া যায় না। ধর্ম খোড়াই এমন ধূর্তামী করতে বলেছে। ধর্ম ভারী জানত যে মানুষ এমন চালাকী করে তাকে ব্যবহার করে নিজের বিকৃত কাম চরিতার্থ করবে। এই যা, আবার প্রশ্ন এল মাথায়। ধর্ম কেন জানবে না, সে তো সর্বজ্ঞানী আল্লাহর পাঠান বানী। এমন তো নয় যে এটা কোন মানুষ তৈরী করেছে যে তাতে সংশয় থাকবে, ফাকি দেবার আবকাশ থাকবে। তবে ফাকি কোথায়?

আসম্ভব ভালো যে ভদ্রমহিলাটি আমাকে ধর্ম বিষয়ে জ্ঞান দিতেন তিনি আমার প্রশ্নে নাজেহাল হয়ে আমাকে যেতে বল্লেন একটি ‘হালাকা’ অনুষ্ঠানে যেখানে সমস্ত দেশের মুসলিম মহিলারা আসেন এবং আলোচনা করেন বিভিন্ন বিষয়ে। তাদের কাছে প্রশ্ন করে একই উত্তর পেলাম যে কত শত মহান কারণে মুহাম্মদ বহু বিবাহ করেছিলেন। তা এখন কেন প্রথাটি চালু এ প্রশ্নের জবাবে তারা বল্লেন যে এটা মহিলাদের সুবিধার্থে বহাল আছে। তাই বলুন। এতক্ষণে আসল স্বর্গীয় কারণটি জানতে পারলাম। মহিলাদের সুবিধার্থে। তা সুবিধাটি কি? সংসারের কাজ ভাগাভাগি, স্বত্তানের দেখাশোনা ভাগাভাগি, স্বামীর অফুরান কামের সঙ্গী হবার যে যন্ত্রণা তা থেকে রেহাই ইত্যাদী ইত্যাদী। তা একজন মহিলার চাহিদা যদি বেশী হয় তবে সে কি বহু স্বামী রাখতে পারে? আমার এ প্রশ্ন স্বভাবতই ইবলিশের উস্কানী ছিল, নইলে এমন ধর্মাসরে এমন অধর্মজনক প্রশ্ন? যেহেতু সবাই অতিশয় ভদ্র এবং আমাকে দেখতে আমার আসল বয়সের অর্ধেক দেখায় তাই তারা আমাকে নাদান ছুকরী ভেবে মাফ করে দিলেন। আমাকে তারা বোঝালেন যে একজন মেয়ে কি কখনও একাধিক স্বামী রাখে নাকি। তার কোন সন্তানের পিতা কে জানবে কেমন করে?

কেন DNA টেস্ট করে, আমার উত্তর।

‘পুরুষের দায়িত্ব তার সমস্ত বৌকে সমান সব কিছু দেবার যা তারা অনেক কষ্ট মাথায় নিয়ে মেইন্টেন করে। যেমন সৌদীতে এক লোক আমার চেনা যার চারটি বৌ এবং মাশাল্লা সে তার চার বৌকে এক রকম বাড়ী, গাড়ী, এবং সমস্ত কিছু দিয়েছে। বৌরা ভারী খুশী। লোকটি ধর্মের সমস্ত নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে।’ বল্লেন এক মহিলা।

ভালবাসে চারজনকে সমান? আমার প্রশ্ন

‘হ্যা’

‘কি করে তা সম্ভব। নবীজিও কি সব স্ত্রীকে সমান ভালবাসতেন?’

‘তুমি কি বলতে চাচ্ছ?’ মহিলাটির রাগত এই প্রশ্নের উত্তরে আমার আর কথা বাড়ান উচিত ছিল না। কিন্তু আমার তখন সত্যের মূলে পৌছাবার বড়ই আগ্রহ। সত্যি বলছি আমার একান্ত ইচ্ছে ছিল সমস্ত সত্য জেনে আরও গভীর ভাবে ধর্মকে পালন করা। অকারণে প্রশ্ন করে ধর্মকে বা অন্যদের তুচ্ছ করার কোন উদ্দেশ্য আমার মোটেও ছিল না।

আমি আরও খোলাশা করে বললাম, ‘ধরুন একজন মহিলা যদি ভালবাসে চার স্বামীকে সমভাবে, সে কি চার স্বামী রাখতে পারে?’

তিনি আরও রেগে বল্লেন, ‘মহিলা চার স্বামী রাখার সামর্থ্য কোথায় পাবে?’

আমি বললাম, ‘ধরুন সেই মহিলা যদি মিলিয়নিয়ার হন, চার স্বামীকে সমান অর্থিক সাচ্ছন্দে রাখতে পারেন, এবং ভালবাসতেও পারেন তিনি কি পারেন চার স্বামী রাখতে?’

‘আস্তাগফেরুল্লা, তুমি নিজে কি পারবে চার স্বামী নিয়ে ঘর করতে?’

‘কেন নয়, সেত ভারী মজা হবে, নিত্য আমি.....’

আমার কথা শেষ হবার আগেই তিনি উঠে গেলেন এবং বাকীরা আমার বেয়াদবীতে এতই মর্মাহত হলেন যে আমার সাথে কথা তো দূরে থাক তাকাতে পর্যন্ত চাইলেন না। ভাগ্য এটা আমেরিকা তাই আমি শুধু গণরোষের স্বীকার হলাম, গনপিটুনির নয়। তখনও আমি কেবল মুখ চালাতে পারি, গাড়ী চালাতে নয়। তাই আমি বেচারার মত বসে রইলাম যতক্ষণ না ককেশীয়ান মহিলাটি যিনি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তার আলাপ শেষ হল এবং আমাকে বাসায় নামিয়ে দিলেন রাত একটায়। আমার কোন প্রশ্নের সদুত্তর পেলাম না।

এই প্রশ্নটি একটি তরুণীকে করেছি পরে। আমার কলেজে পড়ে। সে মেক্সিকান আমেরিকান, খ্রিস্টান থেকে মুসলিম হয়েছে কারণ এই ধর্মটি সম্বন্ধে পড়ে তার খুব যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে এবং ভাল লেগেছে। ভাবলাম এ নিশ্চয়ই আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবে কারণ এ অনেক পড়ে, অনেক ভালবেসে তার চৌদ্দগুটির ধর্ম বিসর্জন দিয়ে এই ধর্ম গ্রহণ করেছে। সে আমাকে উত্তর দিল যে অন্য ধর্মের লোকেরা পরকীয়া করে, যা অত্যন্ত পাপ, তাতে স্ত্রীর কত কষ্ট হয়। ইসলাম না জায়েজ সম্পর্ক অনুমোদন করে না। তাই জায়েজ ভাবে একাধিক স্ত্রী রাখার বিধান আছে। এটা কি ব্যাভিচারের চেয়ে ভাল নয়?

আমি তাকে বললাম, আমি যদি তোমাকে একটি ঘুষি মারি এখন তুমি কি ব্যথা পাবে? মারাটা কি আমার অন্যায় হবে?

ও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল কেন।

আমি কেন-র উত্তর না দিয়ে বললাম, আমি যদি ঘুষি মারি তা অন্যায়ও হবে, তুমি ব্যথাও পাবে, কিন্তু আমি যদি বলি যে দেখ কত মানুষ তো মানুষকে প্রতিদিন খুন করছে, আমি তো কেবল একটি ঘুষি দিয়েছি। তাতে কি তোমার ব্যথা কমবে নাকি আমার কাজটি ন্যায় হবে? তুমি বলছ ব্যাভিচারের চেয়ে চার বিবাহ কত ন্যায়, এটা কি খুনের চেয়ে ঘুষি কত ন্যায় তা হয়ে গেল না? মেয়েটি ঠান্ডা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। সে চোখে বিস্ময় নাকি রাগ তা বোঝার ক্ষমতা হল না আমার।

যাদের অল্পে জ্ঞান হয় তারা বুদ্ধিমান। আমি হচ্ছি গিয়ে রাম গাধা, আমার না হল জ্ঞান, না হল শিক্ষা। দিন দিন আমার প্রশ্ন বেড়েই চলল। নেইল পলিশ দিলে অজু হয় না কারণ পানি ঢোকে না ওর ভেতর দিয়ে। তাহলে অজু করে নেইল পলিশ দিলে সব স্থানের অজু ভাঙলেও ওই পলিশের নিচের অংশের তো অজু ভাংগার কথা নয়। কাল রং করা নিষেধ চুলে, তাহলে কি ব্লুইশ ব্ল্যাক করা যায় কিনা? ব্লুইশ ব্ল্যাক তো টোটাল ব্ল্যাক নয়। পায়ের লোম তোলা জায়েজ কারণ তাতে স্বামী পেলব পায়ের স্পর্শ পাবে, কিন্তু ক্রঃ প্লাক করা যাবে না কেন? আবগতির জন্য জানাচ্ছি যে এর একটিও আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছে পূরণের জন্য প্রশ্ন নয়। আবির্ভাব মনে আসা অনেক প্রশ্নের মধ্যে কয়েকটি। আমি অনেক চেনা এবং অচেনা আলেমদের এই বিষয়ে ই-মেইল করেছিলাম কিন্তু উত্তর পাইনি।

আমার শেষ প্রশ্ন ছিল, কোন মুসলিম যদি ধর্ম নিয়ে সন্তুষ্ট না হয় এবং ধর্ম অস্বীকার করে কেন তাকে সময় দেয়া হয় তওবা করে ধর্মে ফেরৎ আসার। সময় পার হয়ে গেলে কি করার নিয়ম? হত্যা করার কি? না ধর্ম রক্ষার্থে বলি দেবার? (এটা নাকি ভুল তথ্য, এমন নিয়ম নাকি ধর্মে নেই বল্লেন কয়েকজন।) কেন? কেন আমি কাউকে জোর করে আমার ধর্ম পালন করতে বলব? আমার ধর্ম কি এতই ফ্যালনা, এতই ঠুনকো যে কেউ অস্বীকার করলে তা ভেঙ্গে পড়বে? কেউ প্রশ্ন তুলে আমি ভয় পেয়ে যাব যেন কি গোপন তথ্য বেরিয়ে যায়? কিসের এই রাখটাক জোরাজুরি?

আমার প্রশ্নের বুলি ভারী হতে লাগল ক্রমেই। উত্তর পেলাম না যুক্তিসংগত। দ্বিধা আর সংশয় আমার সমস্তমনকে ছেয়ে ফেলতে লাগল। কেউ আর আমার সাথে এসব বিষয়ে কথা বলতে চায়নি। আমার ততক্ষণে এটুকু জ্ঞান হয়েছে যে যারা ধর্ম করে তারা ধর্মানুরাগীদের সাথে কথা বলে আর যারা মাঝামাঝি তারা এ বিষয়ে কথাও বলে না। আর একদল আছে যারা ধর্ম করে না, বিশ্বাসও করে না, তারা রাবনের মত ধর্মের সীতা হরন তো করেই, রামের চরিত্রের বিভিন্ন দিকও তুলে ধরে রামভক্তদের কাছে। তাদের সাথে ধর্মানুরাগীরা কখনও কথা বলে না। আর আমার মত যারা স্বল্প জ্ঞানী, যাদের অনেক প্রশ্ন, যাদের ইচ্ছে সেসব প্রশ্নের উত্তর যুক্তির

মাধ্যমে একজন ধর্মানুরাগী জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে আলাপে বসে জানার তাদের বড়ই সমস্যা। কারণ ধর্মানুরাগীরা বেশী প্রশ্ন পছন্দ করেন না। তাদের শেষ কথা হল, আল্লাহ পাক জানেন। যেটার উত্তর পাওয়া যায় না সেখানে তারা মারফতী কথা বলেন।

আমি হাল ছেড়ে, ধর্ম ছেড়ে দূরে সরে গেলাম। যা জানা সম্ভব নয়, তা নিয়ে চিন্তা করা আর সময় নষ্ট করা একই কথা। যা বুঝি না তা নিয়ে তর্ক করা চলে না। যা বুঝি না, যা নিয়ে অনেক দ্বিধা তা পালন করা আর মুনাফেকী করা তো একই কথা।

আমি কি নাস্তিক হয়ে গেলাম। আমি তো বিশ্বাস হারাইনি। আমি এক মহা শক্তিতে বিশ্বাস করি। potential, individual, and combined energy তে বিশ্বাস করি। সব কিছুর মূলেই কি সেই শক্তি নয়। সেই শক্তিকে তুমি যদি আল্লাহ বল, ইশ্বর বল, গড বল, আমার আপত্তি নেই। আমি যদি সে শক্তিকে শক্তি বলি তোমার তাতে আপত্তি করা ভদ্রতা হবে কি? আমি তোমার গড নিয়ে মাথা ঘামাই না, তুমিও আমার বিশ্বাস নিয়ে মাথা ঘামিও না, আমাকে গুম খুন করার চেষ্টা কোর না। তবে আমি মনে করি ধর্ম গ্রন্থগুলো কিন্তু মানুষেরই লেখা। কেন? কোন সুপার পাওয়ার যদি এগুলো মানুষের কল্যাণে পাঠাত, তবে তা মানুষ খুনাখুনি হবার মত ঘটনা ঘটাত না। মানুষের লেখা কারণ মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের পরিচয় এগুলোতে অতি সহজেই পাওয়া যায়। তবে সেই মানুষরা মহামানব ছিলেন বটে। তারা মানুষের কল্যাণে তাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে সেই সময়ে যতটুকু আইন করা সম্ভব করেছিলেন। তখন তো আর ক্যামেরা ছিল না প্রতি সিগনাল লাইটে যে, কে স্পীড লিমিট মানল না তা রেকর্ড করে তখনি শাস্তির ব্যবস্থা করা যাবে। তাই মহা মানবেরা এক অলৌকিক শক্তির প্রেরিত বানী বলে প্রচার করেছিলেন নিজেদের বানীকে। সেই আমলে যদি বলা হত যে খারাপ কাজ কর না কারণ নিউটনের থার্ড ল' অনুযায়ী প্রতিটি ক্রিয়ার সম প্রতিক্রিয়া মেনে তোমার কর্মের প্রতিফল তোমাকে কোন না কোন ভাবে ভোগ করতে হবেই। কে শুনত, বুঝত, বা মানত তা? তাছাড়া এই ল' টিকে কোট করাও যেত না কারণ এটি তো তখনও আবিষ্কার হয়নি। প্রশ্ন হল, মহামানব হয়ে কি করে এমন একচেটিয়াভাবে পুরুষদের সুবিধাজনক আইন করে গেছেন তারা? কারণ তারা প্রথমত ছিলেন পুরুষ আর তার ওপর ছিলেন মানুষ (মহামানব মানব বৈ অন্য কিছু তো নন), অতএব ভুলচুক, এবং পক্ষপাতীত্ব তো থাকবেই।

আমি মনে করি আমার ধর্ম মানুষের ধর্ম। মানুষকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়া আমার কাছে সবচে' বড় পাপ। পরকাল, বেহেশত, দোজখ এগুলো নিয়ে আমার কি ভাবনা? খুব বিশ্বেস করতে ইচ্ছে হয়, এটাই শেষ নয় আমার অস্তিত্বের। এই দেহ নয় কিন্তু এই আমি, এই আমার নিউরনের ইম্পালস গুলো, বা রূপান্তরিত শক্তি হিসেবে আমি অন্য কোন এক প্ল্যানেটে যাব। সেই প্ল্যানেটে কোন ভাইরাস নেই, কোন ওজোন লেয়ার নিয়ে সমস্যা নেই, অন্য, বস্ত্র, বাসস্থান সমস্যার প্রশ্ন ওঠেনা, সেই প্ল্যানেটটি বেস্ট প্ল্যানেট আর তাতে স্থান পাবেন জ্ঞানীরা। আহ জ্ঞানী শত্রুও তো ভাল। কিন্তু সমস্যা হবে আমাকে নিয়ে। সেই জ্ঞানীদের তো আমার মত মহামুর্খের

সঙ্গ ভাল লাগবে না। তাঁরা আমাকে চমৎকার সুক্ষ্ণ বুদ্ধির চাল চেলে ওখান থেকে চেলে ফেলে দেবেন কোথায় কে জানে। হয়ত ছিটকে পরব সবচে' দরীদ্রতা আর জীবানুভরা প্ল্যানেটটিতে। সে হবে আমার জন্য নরক। আমি তা চাইনা। কারও যদি মনে দয়া হয় যে এখনও সময় আছে আমাকে জ্ঞানী করে তোলার যা আমাকে সেই ভয়াবহ নরক থেকে বাঁচাতে পারে, প্লিজ জ্ঞান দান করুন।



মুস্তফা-মনায় স্বাধী আহমদের অন্যান্য রচনাঃ

- [তৃতীয় বিশ্বের নারী](#)